দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

004

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রবণতা ও প্রতিকার

পরীক্ষা কেন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রে কঠোর কড়াকড়ি ব্যবস্থা যখন নকলরোধে ব্যর্থ, তখন এ ব্যাপারে কয়েকটি সুস্পষ্ট বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা ফলপ্রসূভাবে কমে আসতে বাধ্য। প্রথমেই শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞান ও বাস্তব ভিত্তিক বিনোদনমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। স্কুলে গৃহীত ব্যবস্থার পাশাপাশি জনপ্রিয় টেলিভিশন-রেডিও'র মাধ্যমেও তা প্রচলন করতে হবে। আমাদের টেলিভিশনে শিক্ষাবিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান এত কম যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আরো বেশী ও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য ইতিমধ্যে বেশ লেখালেখি হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত অগ্রণী ও গ্রহণযোগ্য ভূমিকা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে টেলিভিশন স্বল্প সময়ে দেশের বৃহত্তর গোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার কাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিটি শিক্ষা বিষয়ে (বিজ্ঞান ব্যতীত) ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০ বা তারো অধিক নম্বর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারিক ও মৌখিক যেখানে যা প্রযোজ্য) পরীক্ষার জন্য ধার্য করা যেতে পারে। ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র একটি বোর্ডের মাধ্যমে মূল পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই নেয়া সম্ভব। এতে শিক্ষক বা সময় কোনটাই সমস্যা নয়।

পরীক্ষার সময় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মৌখিক প্রয়োজনানুসারে বরাদ্দ করে দিতে হবে। বাকী ৭০ ভাগ বা তার কম নম্বর আবার ভাগ করে নিয়মিত শ্রেণী বা টিউটরিয়াল পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে অবশ্যই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ব্যবহারিক ও মৌখিক (বাধ্যতামূলক) পরীক্ষার উপর জোর দিতে হবে। কেননা বৈষয়িক বা তাত্ত্বিক পরীক্ষা নকল করে দিলেও ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় তা সম্ভব নয়। ফলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা পাসের জন্য পড়াশুনা করে নিজেকে তৈরী করতে বাধ্য হবে এবং নকলের প্রবণতাও কমে আসবে।

বর্তমানকালে বাস্তবধর্মী ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা বহির্বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি। সর্বোপরি পরীক্ষায় নকল করাকে একটি ঘৃণ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করে অপরাধ বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

—মোঃ রাদশা মিয়া